# আমরা শিকড়চ্যুত হচ্ছি – ধীরে ধীরে, চৌদ্দশত বছর ধরে।

নাজমা মোস্তফা

মানুষের মঙ্গালের জন্যই ধর্মের জন্ম। ধর্মের মঙ্গালের কারণে মানুষের জন্ম নয়। আবার সেই ধর্ম প্রচারকরা সামনে থেকে চলে গেলে আমরা জড়িয়ে যাই নানান গ্যাড়াকলে এ আমাদের বহু দিনের পুরানো রোগ। সে রোগের কারণেই আমরা জীবনে বহুবার ধর্মের বদল করেছি। যখন আমাদের নবী মুসা এসেছিলেন আমাদের পিতারা ছিলেন ইহুদী, যখন ঈসা আসেন তারা বদলে গেল খৃষ্টান নামে, আবার যখন মোহাম্মদ আসলেন তারা বদলে গেল আবার এক নতুন নামে সেটির নাম ইসলাম। বিবর্তনের এ ধারায় পুর্ববর্তী ব্যবস্থা কিন্তু নিঃশ্বেষ হচ্ছে না কারণ নতুন যারা ধর্ম গ্রহণ করছে তারা নতুনকে গ্রহণ করছে আবার পুরানোরা অনেকেই পুরানো মোহ ছাড়তে পারছে না, তাই ওখানেই থেকে গেছে। ক্ষ্যাপা নামের বদ্ধ পাগল কোরাইশরাই কিন্তু পরবর্তী কালের বিশাল সব তাপসেরা।

নামের বদল হলেও ধর্মের সম্পূর্ণ বদল হয় নি, তবে মিলও তেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন সিলেবাস আসলে পুর্ববর্তী সিলেবাস অচল হবারই কথা কিন্তু ধর্মের বেলা সেটি ঠিকমতন মানা হচ্ছে না। এর কারণ পুরাতনেই পড়ে থাকা এবং যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেলে আবার জনতারা পরিবর্তন প্রয়াসী, পরবর্তীরা সব সময়। বারে বারে অতীতে আমরা সত্যচ্যুত হয়েছি বলেই বার বার নতুনকে আসতে হয়েছে। যুগে যুগে সংস্করণ উন্নততর করা হয়েছিল যুগের প্রেক্ষাপটে। আজও প্রচন্ড মিল পাওয়া যায় সবার মৌলিকত্বে। এবার আমাদের প্রধান ভয়ের কারণ সময়টা বেশী সুবিধার নয়, আমাদের সামনে আমাদের কোন নবী বা প্রদর্শক নেই, এসব আসার পথও রুদ্ধ। তার মানে আমাদের নষ্ট হবার, সত্যচ্যুত হবার অনেক সম্ভাবনাময় সময় আমরা কাটাচ্ছি। একমাত্র ইজতেহাদ, গবেষনা, সত্যানুসন্ধান আমাদেরে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে।

জামিলুল বাসারের লেখায় পাতি পাতি করে সত্য খুজে বের করার প্রয়াসটুকু প্রকট। এতে ইজতেহাদের এক কঠিন শর্ত লুকিয়ে আছে যেখান থেকে অনেক সুফল খুঁজে পাবার কথা। জামিলুল বাসারকে অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে, যে সব মৌলভীরা ওয়াজে নানান অপকথা, অপব্যাখ্যা দিয়ে যান তাদের কথাই কি সবার খুব পছন্দের কথা হয়? তাতো নয়। যারা বুদ্ধু, ধর্ম জ্ঞানে যারা আনাড়ি যারা ভাল মন্দের বিচার করতে কম জানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই শুধু ভাল লাগে ঐ সব আনাড়ি কথা। প্রকৃত ইসলাম পন্থি যিনি তার কখনোই অজ্ঞ কথায় মন ভরার কথা নয়। চৌদ্দশত বছরের আগে যে শাস্ত্রে 'পড়ার' নির্দেশ এসেছে তার অনুসারীদের আজকে সত্যকে চুম্বকের মত লুফে নেবার কথা ছিল কিন্তু তারা সে প্রথম কথাটির সঠিক সমাদর সঠিকভাবে করে নি বলেই আজো তারা সেটি করতে পারছে কম। জগতের প্রতিটি জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্র আজ ওদের দখলে থাকবার কথা ছিল। কিন্তু তারা নিজেরাও টের পায় নি কোন ফাঁকে তাদের সে ঐশ্বর্য ভান্ডার অন্যের গোয়ালে গিয়ে অধিক সমাদরে লালিত হয়েছে। রেঁনেসার আলোতে যারা বিশ্বকে আলোকিত করলো তারা আলোহীন হয়ে পড়ে, অন্ধকারে হাতড়ে সঠিক পথটি খুঁজে পেতে আজো তারা ব্যর্থ হচ্ছে।

এবার এর গোড়াতে আরেকটি কথা সঙ্গত কারণেই এসে যায়, যারা একে আলোকিত করার কথা ছিল তাদের একদল ব্যস্ত থাকলো সেখানে আলো জ্বালানোর বদলে ধোঁয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টায়, আর একদল স্বপ্ন দেখলো কল্পনার স্বপ্ন রথে ধর্মকে অবাস্তব একটি জীবনাচার মনে করে বাস্তব জ্ঞান বর্জিত এক অদ্ভুত চিন্তায়। এই নেতিবাচক নাস্তিক ও বাস্তব বিবর্জিত আস্তিক দুজনার মাঝে জন্ম নেয় এক বিরাট

ফারাক। পাশাপাশি অন্যরা সত্য উপলব্ধি করতে পারা যৎ সামান্য সদস্যরা যদি প্রচন্ড শক্তিতে ঝাপিয়ে পড়তো সে ধোঁয়াকে ছাপিয়ে শিখাময় আলো জ্বলিয়ে দিতে হয়তো এত অধপাতে আমরা নেমে যেতাম না। তাই আজ এটি অবশ্যই সঠিক আমরা প্রায় গোটা সমাজই ধোঁয়াময় অন্ধকারে জড়িয়ে আছি। কারণ প্রকৃত শিক্ষা, সু শিক্ষা থেকে আমাকে যথেষ্ট দুরে তফাৎ রেখে চলেছি। তাই তো আমাদের সমাজ তৈরী করছে গুন্ডা, সন্ত্রাসী, নেশাখোর, চাঁদাবাজ এসব। ধর্মনামের যে শিক্ষা আমাদের সমাজে দেয়া হয় এটিতে মোটেও কোন উৎকৃষ্ঠ শিক্ষা দেয়া হয় না। নয়তো ওরাই বদলে দিতে পারতো আমাদের সব দুর্ভেদ্যতা। । ইসলাম কখনোই ধর্মকে বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে নি। কিন্তু আমরা সমানেই ব্যস্ত রইলাম বিজ্ঞান থেকে ধর্মকে আলাদা করাতে। এবং শুধু এটি করেই আমরা ক্ষান্ত হই নি এই গুরুত্বপুর্ণ ভান্ডারটি জমা রাখি অল্প শিক্ষিত কিছু জনাদের জন্য এটি যেন তাদের মৌরসী সত্ত্ব মনে করি আমরা সবাই এবং তারা নিজেরা তো মনে করেই। আমাদের শিক্ষিতরা শিকড়হীন, দায়সারা গোছের। কয়জন ভার্সিটি শিক্ষক বিজ্ঞান, ধর্মকে, যুক্তিকে, সত্যকে একসাথে মেপে নেবার প্রয়াস চালিয়েছেন, এটিকে সঠিকভাবে সমাদর করেছেন কয়জন? বরং শোনা যায় এর শিকড় একদম গোড়াসহ কেটে দিতে বেশ প্রয়াস চালিয়েছেন বেশ ক'জনা। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠের এটি এক উত্তম নমুনা মাত্র।

তাই এ অপরাধ আমাদের সমাজের শিক্ষিতের। এরা প্রকৃত সুশিক্ষিত হতে পারে নি বলেই এই জেনারেশন গ্যাপ তৈরী হয়েছে প্রজন্মের মাঝে। এবার কাজের কথায় আসা যাক, একজন চাইলেই সেখানে কিছু শুদ্ধি করতে পারবেন না। কারণ ঐ যে মৌরসী সত্ত্ব। বস্তুত প্রতিটি শিশুই ইসলামে জন্মায়। সে হিসাবে এ মৌরসী সত্ত্বে আমরা সবাই অংশীদার। কিন্তু তবুও এখানে পক্ষে বিপক্ষে সব বিষয়ের আলোচনা সমালোচনা হওয়া জরুরি। আল্লাহ এক কঠিন বিজ্ঞানের নাম, যুক্তি, জ্ঞান আর বিশেষ জ্ঞানের এক আধার এটি। মাটি ফুড়ে একটি গাছ যখন বের হয় তার মাঝে কি পরিমাণ বিজ্ঞান কাজ করে সেটি শুধুমাত্র চিন্তাশীলরাই চিন্তা করতে পারবে। আমেরিকাতে কিছু টিভি প্রোগ্রামে সাইকিক বিষয়ে অনেক অনুষ্ঠান সাজানো হয় দেখা যায় বক্তা একজন সাইকিক বেশীরভাগ মহিলাদেরেই দেখা যায় এ পেশায়, পুরুষরাও থাকেন। এরা একদম দৈবের মতোই সব ভবিষ্যত দেখছে, গড় গড় করে সব বলছে আর মন্ত্র মুগ্ধের মত বাকীরা শুনছেন। প্রশ্নকর্তার মা মারা গেছেন, সে তার মায়ের সম্বন্ধে নানান কথা বলছে, জানতে চাচ্ছে তার মা এখন কেমন আছেন? জবাবে মহিলা বলছেন, "You do not know your mother now. I do". অবাক বিস্ময়ে এবং উৎসাহের অতিশয্যে মেয়েটার চোখ গড়িয়ে পানির ফোটা টপ টপ করে পড়তে থাকে। মায়ের আত্মা নাকি তার কারের ধারেকাছেই এসে ঘোরা ফেরা করে সব সময়, মাঝে মাঝে সিটে বসেও। সে প্রশ্ন করছিল তুমি কি টের পাওনা? মাঝে মাঝে কি তোমার সিট গরম থাকে না? মেয়েটা আমতা আমতা করতে থাকে। তখন সে হাসতে থাকে এবং একজন অদৃশ্য ক্ষমতার অধিকারিনীর মত বিজ্ঞের ভঙ্গিমায় বলতে থাকে, ঠিক ঐ সময় বা একটু আগে তোমার মা হয়তো ঐখানটায় ছিল। কৌশলবাজ চতুর মহিলাটি কখনো তার ধর্মকে কখনো তার গণনাকে পুঁজি করে অন্যের পকেট লোপাট করছে এ এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র। এখানে কিসের অভাব, ধর্মহীনতা এবং বিজ্ঞানহীনতাই তাদেরে এ পর্যায়ে পৌছতে বাধ্য করেছে। যীশুর মিরাকলের মাঝে সাইকিক মহিলার মিরাকল একাত্ম হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সমাজেও এসব চলছে দেদারসে কিন্তু একদম প্রকাশ্যে করার সাহসটা মনে হয় একটু কম, অনেকটা ছিচকে চোরের মতই ব্যবসাটা বহাল রাখছে, ওখানে অন্ধকারেই চলে এসব ভালমাপে, অজপাড়াগায়ে। ঝলমলে আলোতেও একদম চলছে না তাও নয়। ভালই চলছে যেমন লন্ডন এবং আমেরিকার বাংলা পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় তাদের জমজমাট ব্যবসা আঁচ করা যায়।

পত্রিকাওয়ালারাও পত্রিকা টিকিয়ে রাখতে ওটি দিতে বাধ্য থাকছেন, যদিও তারা এটির বিরুদ্ধ পক্ষ হলেও টিকে থাকার কারণে তারাও আজ জিম্মি এখানে। পবিত্র কোরআনে এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আয়াত আছে যে একজন মৃতের কোনই ক্ষমতা নেই কিছু করার তারপরও আমাদের সমাজে এসব ভালই শিকড়সমেত টিকে আছে শুধু মাত্র আমাদের একটি গলদের কারণেই, আমরা ইসলামে থাকলেও আমরা কুরআনে নেই। ”আর জীবন্ত এবং মৃতও একসমান নয়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শুনিয়ে থাকেন। আর (হে মুহাম্মদ!) যারা কবরে রয়েছে তাদের তুমি শোনাতে সক্ষম নও (সুরা আল-ফাতিরএর ২২ আয়াত)”। এ রকম সুস্পষ্ট বাণী অন্য কোন ধর্মে খুঁজে পাওয়া ভার। তারপরও সবার নাকের ডগার উপরেই মানুষ এসব বিষয়ে তুক তাক বিলি করে মন্ত্র তন্ত্র, মাদুলী তাবিজ কবজ বিক্রি করে, কেউ তেমন রা করেন না। এটি তারা এমনভাবে করেন মনে হয় যেন ধর্মকর্মই করছেন।

অন্য যে কোন ধর্মের লোকেদের এসব সমস্যা হতে পারে, তারা এসব করতে পারে, করুক। এতে কোন আপত্তি থাকবার কথা নয় কিন্তু আমাদের কেন এসব সমস্যা থাকবে? আমাদের হাতে যুগের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। আমরা গাফেল বলেই, আমরা ভন্ড বলেই, আমরা আল্লাহ প্রদত্ত বানীর সঠিক সমাদর করি নি বলেই আমরা সবার সাথে একই পাপে মজে এক খোরে মাথা মোড়ানোর দল হয়েই আছি। আমাদের প্রধান অপরাধ কোনটি, সেটি অবশ্যই দেখতে হবে, খালি চোখে দেখা না গেল সুক্ষ চশমা চোখে দেখতে হবে। ।

(১) আমরা মুল থেকে সরে পড়েছি অতি অল্পে অল্পে আমরা লাইনচ্যুত হচ্ছি।
(২) কেমন করে বুঝবো আমরা লাইনচ্যুত হচ্ছি? সিলেবাসটি আল-কুরআন।
(৩) সিলেবাস মিলিয়ে দেখলেই অতি অল্পেই ধরা পড়া সম্ভব।
(৪) আমরা ভাংছি, দল গঠন করছি আমাদের এক আজ বহুতে পরিবর্তিত হচ্ছে।
(৫) এক আল্লাহ, এক কিতাব, এক ধর্মে আমরা আছি কি?
(৬) সিরাতুল মোস্তাকিম থেকে আমরা কিভাবে দুরে সরছি?
(৭) সরল থেকে গরলের দিকে যাচ্ছি কি? কেন যাচ্ছি? কিভাবে যাচ্ছি?
(৮) শিরক প্রধান পাপ সেটি কি মনে রাখছি?
(৯) আমরা নানাভাবে শিরক করি। কিভাবে শিরক করছি? শিরক থেকে শত হাত দুরে থাকবো।
(১০) আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যে কোন ইলাহএর দারস্থ হলেই আমরা এ পাপে নিমজ্জিত হবো।
(১১) একটি কৌশলবাজ দল বহুদিন থেকে বাংলাদেশে প্রচন্ডভাবে কাজ করছে, এরা ”আশেকে রসুল” নামে এক ফাসেকী লিলা চালাচ্ছে। সবাই ধরে নিচ্ছেন, এখানে লম্বা দাড়িওয়ালা বড় হুজুর আছেন, বাস। কার্যত দেখাতে চায় এরা রসুলের তাবেদারি করছে। আল্লাহকে ছেড়ে রসুলকে পুজা শুরু করলে কি আল্লাহ এদেরে শিরকের পাপে অভিযুক্ত করবেন না?

আমরা কি করবো? কোন কাজটি করলে আল্লাহ খুশী হবে? যে আমাদের শাহ রগেরও কাছটিতে থাকে তাকে সর্বাগ্রে বুঝার চেষ্টা করবো। কাকে প্রশ্ন করবো? বিবেকই আমাদের প্রধান ওস্তাদ সে কখনোই মিথ্যা বলে না। সেই হোক আমাদের সঠিক ওস্তাদ। প্রতিটি যুক্তিকে আমরা সমাদর করবো কারণ যুক্তি বিজ্ঞান আল্লাহর পছন্দের জিনিস। আমরা হিকমতের ব্যখ্যা সঠিকভাবে করবো। আমরা হিকমতধারী হবো। ইনশাল্লাহ সব দোষ কাটিয়ে উঠতে আমরা সক্ষম হবো যদি আমরা সঠিক ঈমানে বলবান হই। আমাদের প্রথম বানীটি ছিল শিক্ষার নির্দেশ মেনে চলা। আমাদের সঠিকভাবে সেটি করার কথা ছিল। শিক্ষা বলতে একদল মনে করেন এটি শুধু ধর্মশিক্ষা। না, শিক্ষা মানে সব সুশিক্ষার কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে, সব শিক্ষার মালিকই আল্লাহ। আল্লাহকে শুধু ধর্ম শিক্ষার মালিক মনে করার কোন অর্থ হয়না। আল্লাহ সব জ্ঞানের আধার। অতীতে আমাদের আনাড়িরাই এই শিক্ষায়ই বেরিকেড

তুলেছিল এবং এটি করেছিল ধর্মের নামেই। ধর্ম নাকি নারীশিক্ষা বিরোধী ছিল। সত্যি কি ছিল? না, এটি কক্ষনো ছিল না যারা ধর্মকেও বুঝে নি, নারীকেও বুঝেনি তারাই এটি বলেছিল। আমাদের মুলে ফিরে যেতে হবে, আমাদের শিকড়ই আমাদের সঠিক ঠিকানা, এটিই আমাদের ডালপালার বলিষ্ঠ স্বকীয়তা নিয়ে টিকে থাকার প্রকৃত বাস্তবতা।

মহাপুরুষেরা সবদিনই যুগের থেকে এগিয়ে থাকেন, যাদেরে সর্বযুগেই মানুষ হজম করতে পেরেছে খুব কম। তাই তারা তাকে কখনো শূলে চড়িয়েছে, কখনো করাত দিয়ে কেটেছে, কখনো সাগরে ফেলে দিয়েছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে তাদেরে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, দেশ থেকে দেশান্তরে। কারণটা আর কিছু নয় তারা যুক্তির কথা বলেছিলেন, সত্যের কাছে ছিলেন যেটি সর্বদিনই সাধারণ জনতা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়। সাধারণ জনতা পছন্দ করে সব অতিভৌতিকতা, কাল্পনিক গালগল্প, গাজাখুরী কিচ্ছা কাহিনী, এমন কি এসব ধর্মের গল্প বলে চালালেও তারা দেদারসে হজম করতে সক্ষম। কঠিন একটি সত্যযুগ আমাদের সামনে দাড়িয়ে আছে। কঠিন সব তত্ত্বের মোকাবেলা আমাদের করতে হবে। যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে তার বিচার হবে, এবং এর মানদন্ডেই শুধু সত্য টুকুই টিকে থাকবে এবং এরই নাম হবে শান্তি, পিস্ এবং ইসলাম। আল্লাহ আমাদেরে এ সত্য হজম করার ক্ষমতা দিক।

naznoma@yahoo.com
নিউইয়র্ক, আমেরিকা।
২৫ মে ২০০৫